গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
(সাধারন শাখা)
www.sylhetdiv.gov.bd

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC) – এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি : ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার , সিলেট।
স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ১৬/১১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার সভাপতি সদস্য সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও হেমন্তের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর উপস্থাপনা শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে তিনি শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রদান করার পাশাপাশি শিশুশ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেন, শিশু শ্রমিকদের পরিবারের অর্থাভাবই শিশু শ্রমের প্রধান কারন। তাই সরকার শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ প্রদান বা উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ সহ নানাবিধ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে সরকারের প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি নাই কিন্তু সরকারের একার পক্ষে দেশকে শিশুশ্রমের অভিশাপ মুক্ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে UNICEF, BRAC এর মতো বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও NGO এবং সমাজের দানশীল ব্যক্তিদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন "বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ" একটি কল্যাণমুখী সংস্থার মতো। এই কমিটি শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন কল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু এইসব সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে কাজ করে এমন কর্মকর্তা ও দপ্তরকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য তিনি উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিকে কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিদ্যালয়ে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে তিনি উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেটকে আরও জোরদার ভূমিকা রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিলেট অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের তালিকা প্রণয়ন কাজ অব্যহত রাখতে হবে। তিনি সিলেট অঞ্চলের ০৪ (চার) টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর (এ্যালুমিনিয়াম, পাথর ভাঙ্গা শিল্প, প্লাস্টিক ও সিরামিক) এর মালিক প্রতিনিধিদেরকে পরবর্তী সভায় উপস্থিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেটকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি যৌথ অভিযানের মাধ্যমে ফুটপাথ হতে ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ অপসারণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর জন্য অনুমোদনহীন ও অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনাকারীদের তালিকা প্রস্তুত করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেটকে নির্দেশ প্রদান করেন। সভার সভাপতি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর বিষয়েও পরামর্শ পদান করেন। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৪% লোক ৩০ বছর বয়সী হওয়ায় বাংলাদেশ এখন যুবকদের দেশে পরিনত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার ঘোষিত ৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে এই সিলেট বিভাগের প্রেক্ষাপটে ৪টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজকে অবশ্যই সফল ভাবে শিশুশ্রম মুক্ত করতে হবে। সরকারের নিজস্ব তহবিল ও পিপিপি এর মাধ্যমে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আয় বৃদ্ধি বা আমাদের উন্নয়নের সাথে সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসনে বরাদ্ধ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনাতা বৃদ্ধি ও সকলের কার্যকর অংশগ্রহন প্রয়োজন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।।	০১। শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। ০২। বিদ্যালয়ে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ০৩। ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের শিশু শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ০৪। এ্যালুমিনিয়াম, পাথর ভাঙ্গা শিল্প, প্লাস্টিক ও সিরামিক এই ০৪ (চার) টি সেক্টরের প্রতিনিধিদের পরবর্তী সভায় উপস্থিত করতে হবে। ০৫। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কে এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে।	০১ । উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট । ০২। উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট। ০৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট । ০৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট । ০৫। বিভাগীয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ বিভাগীয় তথ্য অফিস,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ।

চলমান পাতা-০২

জনাব মো: আরিফুল ইসলাম, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট, তাঁর বক্তব্যে বলেন ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে ২০২১ সালের মধ্যে "ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম (Worst Form of Child Labour)" ও ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে "সব ধরনের শিশুশ্রম (All Forms of Child Labour) মুক্ত করার ব্যাপারে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে সিলেটের ৪টি টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর (এ্যালুমিনিয়াম, পাথর ভাঙ্গা শিল্প, প্লাস্টিক ও সিরামিক) কে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট এর কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে অবগত করেন। ৪টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে শিশুশ্রমের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সভার পূর্বেই ১টি পূর্নাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। শিশুশ্রমের পূর্নাঙ্গ তালিকা কমিটির কাছে দেয়ার ব্যাপারে তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা শিশুশ্রম পরীক্ষন কমিটি গঠনপূর্বক সেগুলোকে কার্যকর ও গতিশীল করার ব্যাপারে তিনি তাঁর মতামত তুলে ধরেন। শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচারকার্যের জন্য সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়াল লিখন পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগীতা কামনা করেন। শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হচ্ছে এবং শিশুশ্রমিক নিয়োগে আইনি প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, তারপরও যেসব মালিক আইন অমান্য করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিশুশ্রম নিরসনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলার বিষয়ে মত প্রদান করে তিনি বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারী সংস্থার সাথে আরও সমন্বয় প্রয়োজন। এছাড়া তিনি চা বাগানের মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের জন্য ইউনিসেফ এর সাথে একসাথে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ এর সমন্বয়ে প্রায় ৮ শত কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিয়ে সরকার যাচাই বাছাই করছে। অবশেষে সদস্য সচিব শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন থেকে শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির নানান তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।	০৬। শিশুশ্রম নিরসনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং আইন অমান্যকারী মালিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	০৬। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সদস্য প্রতিনিধি, ডিআইজি, পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ কামরুল আহসান, বিপিএম, বলেন শিশুশ্রম একটি দুঃখজনক বিষয়। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সবাইকে মর্মাহত করে। শিশুরা যে অবস্থান থেকেই আসুক না কেন তাদেরকে সমান অধিকারের আওতায় আনতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে আইনের বাধ্যবাধকতাগুলো মানতে হবে এবং যথাযথভাবে আইন বাস্তায়ায়ন করতে হবে। সিলেট অঞ্চলের জন্য ঘোষিত ৪টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে হলে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনসহ সকলকেই যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এ কাজের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকায় তাদেরকে এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষত্রে পুলিশ ও প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিকদেরকে যুক্ত করতে হবে। দরিদ্র শিশুরা যেন ঝুঁকিহীন কাজে নিযুক্ত হতে পারে সেজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাক বাজেট আলোচনায় শিশুশ্রম নিরসনে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য যৌক্তিকভাবে বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। ফুটপাত হতে অবৈধ ওয়েল্ডিং মেশিন অপসারনের বিষয়ে মতামত দিয়ে তিনি বলেন, এলাকাভিত্তিক ওয়েল্ডিং মেশিনের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। তিনি এ কাজে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশনকে একসাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	০৭। শিশুশ্রম নিরসনে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। ০৮। ফুটপাথ হতে অবৈধ ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ অপসারণ করতে এলাকাভিত্তিক অবৈধ ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।	০৭। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। ০৮। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। এবং সিটি কর্পোরেশন,সিলেট

চলমান পাতা-০৩

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জনাব মো: আজম খান, তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত আইনের বিষয়গুলো শিশুশ্রমিক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে ভালোভাবে বুঝাতে হবে। তিনি বলেন, পরিবহন খাতের শিশুশ্রম নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ১৮ বছরের নিচে কোন ব্যক্তিকে গাড়ী চালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং কোনো শিশুকেই গাড়ীর "হেল্পার"হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়ে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	০৯। সিলেট জেলার পরিবহনখাতকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	০৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট এবং জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট।
উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জনাব নিবাস রঞ্জন দাস, তাঁর বক্তব্যে বলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজে তিন ধরনের শিশু দেখা যায়। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সংজ্ঞায় আসা শিশু, সুবিধা বঞ্চিত শিশু। সাধারণত সুবিধা বঞ্চিত শিশুরাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়। কন্যা শিশুদের জন্য বর্তমানে "শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে তাদের ১ বছর প্রশিক্ষণ ও লালন পালন করে পরিবারের কাছে দেয়া হয়। সুবিধা বঞ্চিত মেয়ে থাকলে সমাজসেবা অধিদপ্তরকে অবগত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত শিশুদের পিতা-মাতাকে কাউন্সেলিং করে ঐ সব শিশুকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত শিশুশ্রমিকের তথ্য পেলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে সবাইকে জানান। বর্তমানে ছেলেদের জন্য এরকম কোন প্রশিক্ষন কেন্দ্র নাই জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে ছেলেদের জন্য এরকম কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলে তিনি অবহিত করবেন।	১০। শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে। ১১। সুবিধা বঞ্চিত কন্যা শিশুদের তালিকা প্রনয়ণ করে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।	১০। সমাজসেবা অধিদপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, সিলেট এবং বিভাগীয় তথ্য অফিস,সিলেট। ১১। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট
উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জনাব তাহমিনা খাতুন, তাঁর বক্তব্যে বলেন শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। দেয়াল লিখনের মাধ্যমে মীনা কার্টুন প্রচার করে শিশুদেরকে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিশুশ্রমকে বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন Reachiing Out of School ক্যাটাগরির শিশুদেরকে ২য় পর্যায়ে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে বলে সভায় উপস্থিত সবাইকে তিনি অবগত করেন।	১২। শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে ও শিশুশ্রম নিরসনে এই দপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১২। উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট।
UNICEF, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর প্রতিনিধি জনাব সাইদ মিলকী, তাঁর বক্তব্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিসেফ এর সাথে চা বাগানের শিশুশ্রম নিরসনসহ ঐ শিশুশ্রমিকেদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে সবাইকে অবহিত করেন। পিডিপি-৪ বা "উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা" এর অধীনে ঝরেপড়া শিশুদের পুনরায় স্কুলমুখী করা গেলে শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।	১৩। চা বাগানের শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং UNICEF, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
ব্রাক, সিলেটের প্রতিনিধি, জনাব মলয় কুমার সাহা, তাঁর বক্তব্যে বলেন, শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে "Light Engineering Sector" এ শিশুদেরকে প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১ম বছর "Decent Work" নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে এবং ২য় বছরে "Business Development Training" প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাসহ ব্যবসায়ে লাভের পরিমান বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।	শিশুদেরকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্রাক, সিলেটের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্রাক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, জনাব মো: ইউসুফ আলী, সিলেট তাঁর বক্তব্যে বলেন জাতীয় বাজেটে শিশুশ্রম নিরসনে বরাদ্দের স্বল্পতার কথা তুলে ধরেন। শিশুশ্রম নিরসনে প্রচার কার্যক্রম বাড়ানো ,সচেতেনতা বৃদ্ধি ও বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে তিনি সুপারিশ করেন।	শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রয়োজনী অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি প্রাক বাজেট আলোচনায় জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট এর সভাপতি, জনাব সেলিম আহমেদ ফলিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বড় গাড়িতে হেলপার হিসেবে কোন শিশু কাজ করে না। তবে লেগুনা গাড়িতে হেলপার হিসেবে শিশু আছে বলে তিনি স্বীকার করেন। ২০/১১/২০১৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠেয় সিলেট মটর মালিক ইউনিয়ন এর সভায় অংশগ্রহণ করে পরিবহন সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ সম্পর্কে মালিকদের সচেতন করার জন্য তিনি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে তাঁদের সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রন জানান।	বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রচার চালাতে হবে এবং লেগুনা বা ছোট যানবাহন হতে শিশুশ্রম নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট এবং জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট।

জনাব মো: এমাদ উদ্দিন, সভাপতি, সিলেট জেলা মোটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়ন, তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, মটর ওয়ার্কসপে কোন শিশুশ্রমিক নাই। শিশুশ্রম নিরসনে ইউনিসেফ, ইউসেপ ও সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জাফলং সহ অন্যান্য স্টোন ক্রাশার জোনে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিকা করার আশ্বাস প্রদান করেন।	শিশুশ্রম নিরসনে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।

সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রচারণা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একযোগে কাজ করার আহবান জানান। সেই সাথে শিশুশ্রম নিরসনে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত করণে এবং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৩/১১/১৭

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
এবং
সভাপতি
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।
ফোন: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ্যাক্স-০৮২১-৮৪০০২০

স্মারক নং: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.৫৬.০০৩.৫৯ তারিখঃ ১২/০২/২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
৯। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০-১৩। জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
১৪। শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, এনসিসিডব্লিউই, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ১২২-১২৪, চেম্বার বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। কমিশনারের একান্ত সচিব, সিলেট বিভাগ, সিলেট (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২-৩। পিএ টু অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক)/(রাজস্ব), সিলেট বিভাগ, সিলেট (অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১২/০২/১৮

(হিমন কুমার সাহা)
উপমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব, বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।